মৌলবাদ : উৎস সন্ধান , ইতিবৃত্ত এবং নিরাময়ের রণনীতি -রণকৌশল

রবিউল ইসলাম

দ্বিতীয় কিস্তি

১. সংজ্ঞা নিরুপণ-মৌলবাদের অন্যতম উৎপত্তিস্থান ও চারণভূমি মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের ধর্ম ও মৌলবাদ বিষয়ক পন্ডিত এবং ইসলাম-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ব্রুস লরেন্স*[৪] মৌলবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-'Fundamentalism is a multifocal phenomenon precisely because the modernist hegemony, though originating in some parts of the west, was not limited to Protestant Christianity'(emphasis added)**[৩]. অর্থাৎ, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বহুকেন্দ্রিক প্রপঞ্চ যা আধুনিকতাবাদের প্রভাব বা আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় । এটি পাশ্চাত্যের কোন কোন অংশে উদ্ভব ঘটলেও প্রটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । তিনি আরো যুক্তি দিচ্ছেন, মৌলবাদীরা আধুনিক কিন্তু আধুনিকতাবাদী*[৫](এক ধরণের প্রগতিশীল) নয়, মৌলবাদীরা আধুনিকতাবাদ(আধুনিকতা নয়) ও তার প্রবক্তাদের বিরোধী ।.....আধুনিকতার অস্তিত্ব না থাকলে যেমন আধুনিকতাবাদী থাকেনা, তেমনি মৌলবাদীও থাকেনা । মনস্তাত্ত্বিক মানস কাঠামো এবং ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি উভয়রুপেই মৌলবাদের পরিচয়(বা চরিত্র বৈশিষ্ট্য)-কে রুপ দেওয়া হয় । মৌলবাদীদেরকে তাদের উদ্ভবজনিত কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে বিভক্ত বলে প্রতীয়মান হয়; সেই সাথে তারা আধুনিকতা এবং আধুনিকতাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানের ফলশ্রুতি"**[৪](ইংরেজী ভার্সন ও পৃঃ নম্বরের জন্য দেখুন **৪) ।

মৌলবাদ সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনায়, মৌলবাদকে আদর্শিক ও চারিত্রিকভাবে চেনার উপায় হিসেবে এই পন্ডিত ও দার্শনিক আরো বলছেন, যে 'মৌলবাদের একক বৃহত্তম বিভাজক হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ, যারা (বা যেগুলো) আলোকপ্রাপ্ত মূল্যবোধগুলোর প্রবক্তা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বা আধুনিকতাবাদের ঝান্ডা যারা (যেগুলো) ওড়াচ্ছেন(Defenders of God, Bruce Lawrence, p4) । সহজ কথায়, উক্ত মতবাদ দার্শনিক যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে যা আধুনিকতার সহগামী, কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে, যা আবার আধুনিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য । সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৌলবাদকে আখ্যায়িত করা যায় সংস্কারমুক্ত মূল্যবোধের বিরোধিতা দিয়ে । তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বময় প্রপঞ্চ এবং একে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা বা বোঝার পূর্বে অবশ্যই এর পূর্বসূত্র বা পরিপ্রেক্ষিতগুলির তুলনামূলক বিচার করতে হবে ।

মৌলবাদ সম্পর্কে প্রফেসর লরেন্সের আরো সংজ্ঞায়ন হচ্ছেঃ"Fundamentalism is the affirmation of religious authority as holistic and absolute, admitting of neither criticism nor reduction; it is expressed through the collective demand that specific creedal and ethical dictates derived from scripture be publicly recognized and legally enforced।"(**[৫]) অর্থাৎ, মৌলবাদ হলো ধর্মীয় কর্তৃত্ব(ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বা অধিকার যাতে ধর্মকে অমোঘ সত্য এবং ব্যাখ্যাতীত বলে দাবী করা হয় । যা কোন সমালোচনা বা লঘুকরনকে স্বীকার করেনা । যৌথ বা সামষ্টিক দাবীর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা হয় যে, ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান করা হোক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হোক ।"

অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক ল্যুডভিগ উইট্‌জেন্‌ষ্টাইন(Ludwig Josef Johann Wittgenstein; 1889-1951) বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী প্রবণতার যোগসূত্র বোঝাতে গিয়ে পারিবারিক সাদৃশ্যতার(Family Resemblance)*[৬]-এর তত্ত্বটি প্রথম উদ্ভাবন করেন । তাঁর এই সাদৃশ্যতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইট্‌জেন কতগুলি খেলার উদাহরণকে বেছে নেন-যেমন, বোর্ড খেলা, বল খেলা, অলিম্পিক গেম্‌স্ এবং ইত্যাদি। এতে সবগুলি খেলার যে আবশ্যিকভাবে একটি

একক সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে এমন কোন কথা নেই(টীকা দেখুন; *৬) । পন্ডিত লরেন্স মৌলবাদের পাঁচটি সাধারণ "পারিবারিক সাদৃশ্যতাকে" তালিকাভুক্তির মধ্য দিয়ে মৌলবাদ সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ আলোচনার (সূচনা বক্তব্য) সারকথা লিখেছেন -

১) মৌলবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক । তারা নিজেদেরকে সমাজের ন্যায়পরায়ণ অবশেষরুপে দেখে । এমনকি তারা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তখনও নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টরুপে উপলব্ধি করে । ২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা সেক্যুলারপন্থী ও পথভ্রষ্ট ধর্মানুসারীদের প্রতি বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন এবং যুদ্ধংদেহী-ভাবাপন্ন ।

৩) তারা সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ের এলিট শ্রেণীর(পেটিবুর্জোয়া) পুরুষ যারা নিয়তই ক্যারিশমেটিক পুরুষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় ।

৪) মৌলবাদীরা তাদের নিজস্ব পরিভাষার জন্য শব্দাবলীর উদ্ভব ঘটায় ।

৫) মৌলবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে তবে কোন আদর্শিক অগ্রদূত নেই ।

উপরোক্ত সংজ্ঞায়নও ত্রুটিমুক্ত নয় এই জন্য যে, এতে (আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও অতিপরিচিত) মৌলবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য বাদ পড়ে গেছে । তা হলো, এটি আধুনিকতা ও প্রগতিবিমুখ এবং অচলায়তনপন্থী তথা গতিশীলতার বিরোধী ও প্রতিবন্ধক ।

প্রফেসর রিচার্ড টি. এন্টন মৌলবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন -এভাবে- "Fundamentalism is only one response to the 'cultural disqualification of all traditions bearing a unified code of meaning in a world committed to rapid change and pluralization. That is, fundamentalism is a response to the questioning of the great religious traditions-Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, Hinduism-in the changing world.....fundamentalism is a transnational religious phenomenon that has entered many domains of culture and social organization with startling consequences for the individual, the intimate social group and the nation-state."(**[৬])

অর্থাৎ "মৌলবাদ শুধু প্রথাগত ঐতিহ্যগুলির(যথাঃ-লোকাচার বা লোকসংস্কৃতি) সাংস্কৃতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া যেগুলি(যে ঐতিহ্য বা মূল্যবোধগুলি) তাৎপর্যবাহী বিধিবদ্ধ আইন বা বিধিমালাকে ধারণ করে । দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সহাবস্থান ও পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়ার(বহুত্বকরণ-Pluralization)*[৭] প্রতি সমর্পিত একটি বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিক্রিয়া । অন্য কথায়, মৌলবাদ হচ্ছে পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলাম, ক্রীশ্চান, ঈহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় ধর্মীয় কৃষ্টিগুলোর প্রতি প্রশ্ন তোলার প্রতিক্রিয়া ।.....কারণ, এই শতাব্দীর (১৯০০-২০০০)*[৮] শেষে এবং পরবর্তী শতাব্দীর(২০০১-৩০০০) শুরুতে মৌলবাদ হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যকার একটি গোষ্ঠীর বা বিশেষ জনসমষ্টির ধর্মীয় স্বপ্নবিলাস বা উচ্চাকাঙ্খামূলক প্রবণতা বা প্রপঞ্চ যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির বহু পরিমন্ডলে অনুপ্রবেশ করেছে । যার পরিণতি ব্যক্তিমানুষ, ঘনিষ্ট সামাজিক বর্গ এবং জাতিরাষ্ট্রের জন্য হয়েছে ।"

অধ্যাপক ডক্টর আহ্মদ শরীফ মৌলবাদের সংজ্ঞা প্রসংগে বলছেন-"মৌলবাদ ইংরেজী Fundamentalism-এর বঙ্গানুবাদ । আর 'Foundation' থেকে এর উৎপত্তি ধরলে এ প্রতিশব্দ হবে 'ভৈত্তিকতা' । প্রটেষ্টান্ট ধর্মের পরিশীলিত যৌক্তিক সংস্কৃত রুপান্তরকেই ১৮৯৫ সনের নায়েগ্রা সম্মেলনে 'Fundamentalism' নাম দেওয়া হয়েছিল । তখন থেকেই শব্দটা প্রতিচ্য দেশে চালু হয়েছে । এর স্থিতি হচ্ছে খ্রীষ্টীয় কেরামতিতে অবিচল পাঁচটি

আস্থা-প্রশ্নহীন বিশ্বাস । মার্কিন স্বার্থে সেই মৌলবাদ এখন তৃতীয় বিশ্বের এক মহা শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । মৌলবাদী বদ্ধচিত্তের এবং পরমত অসহিষ্ণু না হয়েই পারে না । কেননা সে নিজের শাস্ত্র ব্যতীত আর সব শাস্ত্রকেই ভুল-ত্রুটিবহুল মিথ্যে বলে জানে, মিথ্যের সঙ্গে আপোসে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান অবশ্যই পাপ"**[৭] । অন্য একটি প্রবন্ধে**[৮] তিনি বলছেন-Orthodoxy ও Fundamentalism প্রায় অভিন্ন । .....ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদীদের সঙ্গে গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রনিষ্ঠ অর্থোডক্সদের পার্থক্য হচ্ছে মৌলবাদীরা ঐহিক জীবনে সুবিধেবাদী রাজনীতি সচেতন এবং কোনো নীতিতে-নিয়মে-আদর্শে আন্তরিকভাবে নিষ্ঠ নয়, কেবল শাস্ত্রধ্বজী হয়ে এরা পার্থিব সুখ সুবিধে-বাঞ্ছা চালিত হয় । এদের ধার্মিক এবং পারত্রিক জীবনে গুরুত্ব এবং আস্থাশীল লোকের একান্ত অভাব । এদের শাস্ত্রে সত্যে আদর্শে ও চরিত্রে নিষ্ঠা বড় কম বা প্রায় নেই-ই । এ কাপট্য হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট । কেননা এদের মধ্যে অভিন্ন উপাস্য নেই । উপাসনা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্র-তত্ত্বও অভিন্ন নয় । সৌর-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-লিঙ্গায়েত মিলে কি একদলীয় মৌলবাদী হতে পারে**[৮] ?

পাঠক যদি একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন, প্রফেসর লরেন্স প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং আহ্‌মদ শরীফের সংজ্ঞার মধ্যে ভাষাগত বা প্রকাশভঙ্গীর কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও অন্তর্গত মিলই বেশী । দুজনই অসহিষ্ণুতা, বদ্ধচিত্ততা বা রক্ষণশীলতা ও প্রশ্নহীন বিশ্বাস-এই দিকগুলো দেখিয়েছেন । লরেন্সের ভাষায় ধর্মের "সমালোচনা বা লঘুকরণ" স্বীকার না করা এবং ধর্মকে "absolute বা অমোঘ-মোক্ষ ও ব্যাখ্যাতীত(Holistic) দাবী করার মধ্য দিয়ে এই অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি ধরা পড়ে । রিচার্ড এন্টন বর্ণিত "দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহুত্বকরণ বা বহুত্ববাদিতার"(rapid change and pluralization) এবং প্রফেসর লরেন্স বর্ণিত "আধুনিকতাবাদের আধিপত্য বা প্রভাব"(modernist hegemony)-এর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আহ্‌মদ শরীফের ব্যবহৃত "বদ্ধচিত্ততা" বিশেষ্যটির মর্মার্থ বা ভাবটি প্রতিফলিত হয় আহ্‌মদ শরীফ অর্থোডক্সি ও ফান্ডামেন্টালিজ্‌মের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন(উপরে) সেটা য়ুরোপ-আমেরিকার মৌলবাদের জন্য সত্য নয়-অর্থোডক্স চার্চের গোঁড়া Literalist(শাস্ত্রপন্থী) অবস্থান ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেই মার্টিন লুথার ও পরে জন ক্যালিভন প্রমুখের নেতৃত্বে প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদীরা সংস্কারের বিপ্লব করেছিল । ব্রুস লরেন্সের সংজ্ঞাকে আমরা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারি । প্রফেসর রিচার্ড এন্টনের সংজ্ঞাও কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেকটাই ব্যাপক । তবে সংজ্ঞগগুলির মধ্যে কোনটির সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যটির মাধ্যমে অনেকটা অপূর্ণাঙ্গতা দূর হয়েছে বলা যায় । অনেকটা বলছি, কারণ, একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ পারিবারিক বৈশিষ্ট্যই(যা ইসলামী, হিন্দু এবং ক্রীশ্চান সবধরণের মৌলবাদেই পরিলক্ষিত হয় ও হয়েছে) বাদ পড়ে গেছে সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে-তা হলো ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ অর্থাৎ অতীতের কোন একটা স্বর্ণযুগে নবীর(বা মসীহ্‌এর) জীবিতকালে যে ধর্মীয় আদর্শ সমাজ ছিল বলে তারা দাবী করে সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন এবং তার জন্য ধর্মের আদি ও অবিকৃত আদর্শে প্রত্যাবর্তনের মতবাদের প্রচার ও তার বাস্তবায়নের আহ্বান মৌলবাদের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । তবে "নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান"এর ভেতর দিয়ে এর একটি আভাস পাওয়া যায় মাত্র মৌলবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনক উপাদানের কথা না বললে সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । সেটি হচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ইসলামী উম্মাহ্‌ নামক একটি অদ্ভূত বায়বীয় কনসেপ্ট বা আদর্শ । কেন এই প্রপঞ্চটিকে আমরা মৌলবাদী প্রবনতা বলব ? কারণ, এধরণের ধ্যানধারণার পরিপুষ্টি ও প্রচার-আন্দোলনের দুটো ক্ষতিকর পরিণতি বা বিপদ রয়েছে । এক, বৃহত্তর বিশ্বসমাজ থেকে মুসলিমদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কিছু মুসলিম দেশের মুসলিমদের মধ্যে বাস্তবে যে যতকিঞ্চিৎ সেতুবন্ধন গড়ে উঠে(?), তার চেয়ে বেশী বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ নাহোক দূরত্ব বা অবচেতন ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অমুসলিম দেশগুলির ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি । এই সাংস্কৃতিক দূরত্ব কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা কিছু কিছু আরব দেশের অনুদার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, অনুদার শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে, এবং বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে তাদের বিনিময়ের যোগসূত্র বন্ধ হওয়ার

ফলশ্রুতিতে সেসব দেশে মৌলবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি এবং তারই পরিণতি হিসেবে সত্যিকারের মুক্তবুদ্ধি চর্চার অনুপস্থিতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাওয়া ।

দ্বিতীয় যে বিপদটি রয়েছে, তাহলো, এর ফলে তারা ভিনদেশের একজন মুসলিমকে যতখানি ভালবাসছে, স্বদেশবাসী একজন অমুসলিমকে ততখানি ভালবাসতে তাদের দেখা যায়না । এটা যে শুধু জাতীয় ঐক্য এবং জাতিপরিচয়ের জন্য ক্ষতিকর তাই নয়, এতে করে, যেমন আমাদের দেশে, মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব আরো বেড়ে যেতে পারে । এর পরিণতি আমরা দেখতে পাই হিন্দুদের কয়েক যুগ ধরে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে । অবশ্য, এর পেছনে কতটা অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে আর কতটা ধর্মীয় ব্যাপার রয়েছে সেব্যাপারে হয়ত বিতর্ক হতে পারে । কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থ যে সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রধান উপাদান এটা প্রায় সব সমাজতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন । অতএব, এধরণের সামাজিক ভাঙ্গন উদার জাতীয়তাবাদ ও উদার জাতীয় সংস্কৃতির জন্য অশুভ হতে পারে, যার পরিণতিতে দেশকে অনেক দুর্যোগ পোহাতে হতে পারে ।

মন্তব্য ও টীকাঃ--

*৪-যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের ডুরহাম সিটিতে অবস্থিত ডিউক য়ুনিভার্সিটির মানবিক বিভাগের প্রফেসর এবং 'Duke Islamic Studies Center'(ডিউক ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র)-এর পরিচালক এবং ছয়টি গ্রন্থের রচয়িতা যার মধ্যে রয়েছে 'Shattering the myth: Islam Beyond Violence' and Defenders of God : The fundamentalist Revolt Against the Modern age'.

*৫-পাশ্চাত্যে আধুনিকতাবাদ বলতে যা বুঝায়, প্রাচ্যের বামপন্থী মহলে আধুনিকতাবাদ একই অর্থ বহন করেনা । য়ুরোপের একাডেমিক মহলে আধুনিকতাবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও এই অগ্রগতির ধারক-নিয়ামক শর্তগুলো যথা- ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা, ব্যাপক শিল্পায়ন ও পূজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এই সভ্যতার ফলশ্রুতিরুপে যে সাংস্কৃতিক চরিত্রগুলো যথা-ভোগবাদ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি যেগুলো রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রগতির চালিকাশক্তি বলে মনে করা হয় । প্রাচ্যে বিশেষ করে বামপন্থী আলোকপ্রাপ্তগণের কাছে সমাজের অগ্রগতির সূচক আধুনিকতাবাদ নয়, বরং 'প্রগতি'। তাদের পারসেপশনে আধুনিকতাবাদ পরিভাষাটির মধ্যে প্রকৃত সামাজিক অগ্রগতির চাইতে পূজিবাদী চাকচিক্য ও ভোগবাদিতাই বেশী । শব্দটিকে তারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থেই বেশী পারসেপ্ট করেন-বড়জোর প্রযুক্তির ব্যবহারগত দিক থেকে, কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নতি ও ভোগবাদিতার দিক থেকে নয় । আসলে তাঁরা আধুনিকতাবাদ পরিভাষাটির চাইতে 'প্রগতি' শব্দটিকে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সমন্বয় ও মেলবন্ধনের সূচক হিসেবে পছন্দ করে থাকেন, আধুনিকতা যেখানে একটি অনুসঙ্গ মাত্র কিন্তু সামগ্রিক চরিত্র বা দৃশ্য নয় ।

*৬-Family resemblance(পারিবারিক সাদৃশ্যতা)-জার্মান দার্শনিক ল্যুডভিগ উইটজেন্‌ষ্টাইন(১৮৮৯-১৯৫১) প্রস্তাবিত একটি দার্শনিক ধারণামৌল । এই পরিভাষাটি তাঁর ব্যবহৃত একটি রুপকালঙ্কার যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে বুঝানো হয়ে থাকে । এর মূল ভাবটি হচ্ছে, যেসব বস্তু বা ব্যক্তিসমূহকে একটি সাধারণ কাঠামোগত বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে বা চেহারা দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায় বলে অনুমান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে যুক্ত, পারস্পরিকভাবে আংশিক আবরণকারী বস্তুসমূহের সাদৃশ্য দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায়, যেখানে কোন বৈশিষ্ট্যই সবগুলোর সাথে কমন বা সাধারণ হয়না ।

*৭-Pluralization-Act of Pluralizing, Pluralism.

Pluralism- বহুত্ববাদ; বিভিন্ন জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক উৎস, গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের নীতি ।

*৮-Understanding Fundamentalism-এর ২০০১ সালের সংস্করণ, আল্টামিরা প্রেস(AltaMira Press), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

তথ্যসূত্রঃ--

**৩-মূল রেফারেন্স গ্রন্থঃ--Fundamentalism; Subtitle: The Search For Meaning, গ্রন্থকার-ডক্টর ম্যালিস রুথভেন(Malise Ruthven); স্কটিশ লেখক; ইসলামিক গবেষণা ও তুলনামূলক ধর্মের প্রফেসর ছিলেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া ও স্যানডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানো হতো । ধর্ম, মৌলবাদ ও ইসলাম বিষয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে আসছেন । বর্তমানে তিনি বিবিসি এরাবিক এন্ড ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের লিপিলেখক । 'ইসলামোফ্যাসিজ্‌ম' পরিভাষাটি তিনি ব্যবহার করেন ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তারিখের ইনডেপেন্ডেন্ট পত্রিকায় ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিংহ্যাম্টনের ষ্টেট য়ুনিভার্সিটির নৃতত্ত্বের প্রফেসর(বাংলা অধ্যাপক নয়-বিভাগীয় প্রধান বা ডক্টরেট ডিগ্রীধারী গবেষক) ।

**৪--"Fundamentalists are moderns but they are not modernists(Defenders of God, p1).....Fundamentalists oppose modernism and its proponents.....Without modernity there are no fundamentalists, just as there are no modernists. The identity of fundamentalism, both as psychological mindset and a historical movement, is shaped by the moder world. Fundamentalists seem bifurcated between their cause and their outcome; they are at once the consequence of modernity and the antithesis of modernism".(Introduction, Defenders of God, p2; Author: Professor Bruce Lawrence).

**৫--রেফারেন্স গ্রন্থ : 'Defenders of God : The fundamentalist Revolt Against the Modern age' ; P27; গ্রন্থকারঃ প্রফেসর ব্রুস বি. লরেন্স(Bruce B. Lawrence)।

**৬--Understanding Fundamentalism; Author: Richard Anton.

**৭--তথ্যসূত্র-প্রবন্ধঃ 'সাম্প্রদায়িকতার শেকড় ও শাখা-পল্লব', ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ সম্পাদিত 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থ থেকে, পৃঃ ২৫৪ ।

**৮-প্রবন্ধঃ 'ভারতে-বাংলাদেশে মৌলবাদ ও এর রুপ-স্বরুপ', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' থেকে; পৃঃ ২৪০ ।

লেখাটি আমাদের মুক্তমনার পরবর্তী বই -'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়?'- প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য নির্বাচিত হল - মুক্তমনা সম্পাদক।